ধর্ম সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়

Rashtrakutas August 04, 2019

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এজন্য তাকে **ভারত পথিক** নামে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের আন্তরিত প্রচেষ্টায় সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে, ২২শে মে (মতান্তরে ১৭৭৪) রামমোহনের জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন রামকান্ত রায় ও মাতা তারিণী দেবী বা ফুলঠাকুরণী। তার পিতা ছিলেন জমিদার। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে **আধুনিক ভারতের জনক** বা ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয়।

Scanned with CamScanner

হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে তার যুক্তিবাদী সমালোচনার জন্যে তিনি কলিকাতায় শীঘ্রই খ্যাতিলাভ করেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কারপন্থী ব্যক্তিদের একত্রিত করে আলোচনা চালাবার জন্যে তিনি ১৮১৫ খ্রীঃ আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। কলিকাতার উদারপন্থী, শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী শীঘ্রই রামমোহনের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন এবং আত্মীয় সভায় যোগ দেন। দ্বারকনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এদের মধ্যে ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে শনিবার আত্মীয় সভার অধিবেশন বসত। পৌত্তলিকতার সমালোচনা, জাতিভেদ প্রথার ত্রুটি, সতীদাহ ও বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনা এই সভায় হত। ১৮১৯ খ্রীঃ রামমোহন পৌত্তলিকতা সম্পর্কে বিতর্কে জয়লাভ করেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৫ খ্রীঃ রামমোহনের বিদ্যালঙ্কার, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতির সঙ্গেও বিতর্ক করেন। তার মতের সমর্থনে তিনি ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে বেদান্তের ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

Scanned with CamScanner

১৮১৫ খ্রীঃ বেদান্ত সূত্র প্রকাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় বেদান্তসারের অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ তিনি *বেদান্ত কলেজ* স্থাপন করেন। পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানের সঙ্গে এই কলেজে বেদান্ত পড়ান হত। রামমোহন দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন যে, পৌরাণিক ধর্মে পৌত্তলিকতা ও বহু দেবতার পুজোর বিধি থাকলেও বৈদিক হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিরাকার পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনি গোড়ামি ও কুসংস্কার বর্জন করে প্রকৃত ধর্মকে অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি পুরোহিত তন্ত্রকেও আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, পৌত্তলিকতা ও পুরোহিত তন্ত্র জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে ও চিরাচরিত কুসংস্কারের দাস হয়ে পড়েছে।

তিনি ১৮২০ খ্রীঃ প্রিসপ্টস অব জিসাস (Precepts of Jesus) নামে এক ধর্মগ্রন্থ রচনা করে খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অনুশাসনগুলিকে খ্রীষ্টীয় অলৌকিকবাদ ও যীশুখ্রীষ্টের অবতারত্ব থেকে পৃথকভাবে বিচার করেন। তিনি বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অনুশাসনগুলি সমাজের পক্ষে মুল্যবান। কিন্তু অবতববাদ বা খ্রষ্টধর্মের গোড়া অনুশাসন ও আচারকে তিনি সমালোচনা করেন। ১৮২০ খ্রীঃ ও ১৮৭৩ খ্রীঃ তিনি এ্যাপীলস টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক (Appeals to the Christian Public) পুস্তিকায় খ্রীষ্টধর্মের অলৌকিক মতবাদ ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদ প্রভৃতিকে সমালোচনা করেন। এর ফলে শ্রীরামপুরের মিশনারী স্কিমিডট ও ইংরাজ প্রচারক টাইটলারের সঙ্গে তার বিতর্ক হয়। রামমোহন বলেন যে,

Scanned with CamScanner

তিনি সকল ধর্মের মূলে একই সত্য বিদ্যমান এই মতের ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ, ২০শে আগষ্ট তিনি *ব্রাহ্মসভা* স্থাপন করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ *ব্রাহ্মসমাজ* ভবন স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের দ্বার সকল ধর্মের একেশ্বরবাদীদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। সমাজে কোন পৌত্তলিক উপাসনা নিষিদ্ধ হয়। রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন তীব্রতর হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার : ধর্ম সংস্কার ছাড়া রামমোহন সমাজ সংস্কারের কাজেও ব্রতী হন। সামাজিক কুসংস্কার, কুপ্রথার অত্যাচারে যারা জর্জরিত ছিলেন বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজ তাদের মুক্তির জন্যে রাজা রামমোহন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। হিন্দু সমাজে সতীদাহ নামে অমানুষিক বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। সদ্যমৃত স্বামীর চিতায় হিন্দু বিধবাকে দাহ করার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি শুধু মানবিক আবেদন না করে শাস্ত্র বাক্যের সাহায্যে সতীদাহের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদকে জোরালো করেন।

Scanned with CamScanner

রামমোহন বুঝেছিলেন যে, শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সতীদাহের প্রতিবাদ না করলে লোকে তা গ্রাহ্য করবে না। তিনি এজন্য কয়েকটি পুস্তিকা ১৮১৯ খ্রীঃ রচনা করেন। তিনি ৩০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন দ্বারা সরকারকে সতীদাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে অনুরোধ জানান। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ নম্বর রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে, এই আদেশের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করায় রামমোহন পার্লামেন্টের কাছে পণ্টা আবেদন দ্বারা সতীদাহ নিরোদ আইনকে সমর্থন করেন।

রাজা রামমোহন শিক্ষা বিস্তার, বহু বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার দান সমর্থন করে পুস্তিকা রচনা করেন এবং এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা দেন। পুরুষের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি *ব্রজসূচী* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের জন্যে তিনি সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্যে রাজা রামমোহনকে পথিকৃৎ বলা চলে। রাজা উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা না করলে ভারতবাসীর মধ্যে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটবে না। তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চা না করলে

Scanned with CamScanner

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার দান সমর্থন করে পুস্তিকা রচনা করেন এবং এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা দেন। পুরুষের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি *ব্রজসূচী* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের জন্যে তিনি সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্যে রাজা রামমোহনকে পথিকৃৎ বলা চলে। রাজা উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা না করলে ভারতবাসীর মধ্যে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটবে না। তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চা না করলে তাদের উন্নতিবিধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমাজের অবসাদ ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে তাকে প্রাণশক্তি দান করার জন্যে পাশ্চাত্যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এজন্য তিনি লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্র দ্বারা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সরকারি ১ লক্ষ টাকা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যে (১৮২৩ খ্রীঃ) ব্যয় করার অনুরোধ করেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্যে তিনি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে প্রাথমিক উদ্যোগ নেন। পরে রক্ষণশীলদের প্রতিবাদে রামমোহন কলেজের পরিচালনা সমিতি থেকে সরে যান। অধুনা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন অবদান ছিল না।

Scanned with CamScanner

রাজা রামমোহন ১৮১৬ খ্রীঃ শুড়িপাড়ায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২২ খ্রীঃ এই বিদ্যালয়ের নাম হয় *এ্যাংলো হিন্দু স্কুল*। পরে এই বিদ্যালয়ের নাম হয় ইণ্ডিয়ান একাডেমি। রামমোহন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফকে তার *জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউশন* স্থাপনে সহায়তা করেন। তিনি বেদান্ত কলেজ স্থাপন করেন। নারীদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন এবং সংবাদ কৌমুদী পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ে এ্যাংলিশিষ্ট ও ওরিয়েন্টালিষ্টদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে তিনি এ্যাংলিশিষ্টদের প্রতি সমর্থন জানান। রামমোহন এভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথ রচনা করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য : বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ বাংলা গদ্য রচনায় রামমোহনের অবদান লক্ষ্য করা যায়। যদিও তিনি প্রকৃত অর্থে কোন সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেননি, তথাপি তিনি সমাজ সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা ও সংবাদ কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটি রূপ দান করেন। হিন্দু বেদান্ত ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদ দ্বারা তিনি গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। কঠিন বিষয়বস্তুর ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে তিনি বাংলা গদ্য রচনার নতুন পথ দেখান। ১৮২৬ খ্রীঃ তিনি একটি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার পথও তিনি *সংবাদ কৌমুদী* পত্রিকার মাধ্যমে রচনা করেন। তিনি *মিরাত-উল-আখবর* নামে একটি ফার্সী পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

Scanned with CamScanner